প্রথম প্রকাশ
১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

প্রকাশনা
সাধন গঙ্গোপাধ্যায়
সাহিত্য প্রকাশ
২৯ ব্রহ্মপুর বাঁশদ্রোণী
চব্বিশ পরগণা

প্রচ্ছদপট
মানসারাম

অঙ্গরাগ
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

মুদ্রণ
নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং
হাউস (প্রাঃ) লিমিটেড

মূল্য দু' টাকা

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ
আকাশ মাটি
কালীঘাটের পট
পরবর্তী রচনা
রোদ নেই বৃষ্টি নেই
যুদ্ধকালীন কবিতা
রজনীগন্ধার পরমায়ু

পরিবেশনা
ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস
তিন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট
কলকাতা এক

বিগত দুটি বছরে যাকিছু লিখেছিলাম তা থেকে কিছু বেছে এ-গ্রন্থে সংকলিত করতে চেষ্টা করেছি। এ গ্রন্থের কবিতা পূর্ববর্তী রচনার চেয়ে অনেক বেশী নরম বলে আমার মনে হয়েছে। এবং লক্ষ করলে দেখা যাবে রচনার সময় কতকগুলো বিশেষ শব্দ আমার সামনে এসে ভিড় করেছে। মনে হয়েছে, এই বিশেষ শব্দগুলোই আমার কবিতার প্রতীক। নির্জনতা, শিউলি, জোনাকি—এই তিনের একটি সমন্বয়ী প্রতিফলনই আমার রচনা। গ্রন্থ প্রকাশের সময় কয়েকটি নাম বারবার সামনে আসছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত, শিল্পী-কবিবন্ধু মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, কল্যাণী-সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত, বন্ধু সুশান্ত বসু। এঁদের কাছে আমি বিশেষ ঋণী। কবিতা চয়নের ব্যাপারে রচনাকাল মেনে পরপর সাজিয়ে দিয়েছি। যাতে করে, ক্রমবিবর্তনের সমগ্র ধারাটি অক্ষুণ্ন থাকে।

কবিতাবলী

১. বন্দরঃ ১০. ২. ৬১

বন্দরে যেওনা, ক্ষণকাল
গঞ্জের বাজারে ঘুরিফিরি,
অস্ত যাক সূর্যের সকাল
অ বিক্রীত থাকুক কস্তুরী ;

ওরা সব—দোকানী, ক্রেতারা
উত্তরে পশ্চিমে হোক পার।
বিকিকিনি—পালকি বেহারা,
মুহূর্তের প্রোজ্জ্বল সংসার

এখনি হারাবে। অন্ধকারে
পেটিকার গোপন সৌরভ
জনহীন একাকী প্রান্তরে—
তুমি আমি, মৌন অনুভব।

বরতনু, বন্দরে যেওনা
কী ভীষণ সন্ত্রাস হৃদয়ে ;
তবু বাড়ে প্রাণের বাসনা,
গঞ্জে ঘুরি কস্তুরী সঞ্চয়ে।

অলৌকিক, সুসভ্য আঁধার
ক্ষণকাল বিমুগ্ধ। জোনাকি !
আয়, আয়, একান্ত সংসার
তুমি আমি নিতান্ত একাকী।

২. কুসুমের মাস ঃ ১০. ২. ৬১

আমি কাল রাত্রি বেলা ফুলের অরণ্যে ঢুকে কাঁটায় আহত।
প্রতিবেশিনীর ঘর। চতুষ্কোণ দেয়ালের স্বচ্ছ সীমানায়
তীব্র শরীরের মদে আমি কাল দুইহাতে কুসুম ঘেঁটেছি।
ইপ্সিত ঠোঁটের স্পর্শ, প্রশস্ত ললাটে কাঁপে জড়ুলের নেশা
তারপর অবিচ্ছিন্ন শান্তি খুঁজি, তৃপ্তি খুঁজে মরি।
প্রতিবেশিনীর ঘরে আলো জ্বলে, ঘৃণা হয়ে জ্বলে,
দুহাতে এখনো মাখা শোনিতের রং আর রতি ;
কাল রাতে আমি বুঝি অবসন্ন শরীরে শরীরে।
মৃদু আলো-জ্বলা ঘরে ধর্মভীরু নায়কের শান্ত প্রতিকৃতি,
তবুও সে বসে থাকে প্রতিদিন চোখ মেলে পাশের দেয়ালে।
আমি কাল রাত্রিবেলা ফুলের অরণ্যে ঢুকে কাঁটায় আহত।

৩. এ জন্মের নায়ক ঃ ১২. ২. ৬১

গীতা চক্রবর্তী সুচরিতাসু

আমি মর্মরিত পাতা হয়ে, কাঁটার আড়ালে শুয়ে থাকি।
কঙ্কনের ইশারায় টের পাই, সে এখনো জেগে
তোমাকে পাহারা দেয়। তুমি পর প্রত্যাশিনী নও।
তুমি যেই হও, তুমি যৌবনের চূড়ায় চূড়ায়
কি আনন্দে খেল সখি। তুমি কি আনন্দে শুয়ে থাক।
ওই মৃত দাহহীন, দীপ্তিশূন্য নায়কের বুকের বাঁ পাশে।
আমি মর্মবিত হই। তুমি কাঁটার আড়ালে শুয়ে থাক
আরক্তিম সিঁথি ডাকে। মুকুলিত পল্লবে পল্লবে
চৈত্রের যন্ত্রণা ডাকে। নায়কত্বে অরুচি আসেনা।
হা হা দিন ধীরে ধীরে দূরত্বকে কাছে এনে দেয়।
তুমি ফের ব্যগ্র হও। অবসন্ন চেতনা আমার
মর্মরিত ব্যথা হয়ে কাঁটার আড়ালে পড়ে থাকে।

৪. শান্তিনিকেতনের সেই যুবাকেঃ ১৪. ৩. ৬১

কি ছাখো বিস্ময়ে যুবা! আমি মুগ্ধ! প্রগাঢ় আবেগে
তাকাই—চন্দনে সুখ জলে জলে হিরন্ময়ী হয়।
ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি—পরিবৃত, আমি সর্বদেহে।
ছাখো দুঃখে সুখে আছি তোমার আবিরে রাঙ্গা হয়ে।

তুমি ছাখো, মল্লিকায়, রক্তকরবীর ডালে ডালে
এখনো ফাল্গুন আসে। ওই রাঙ্গা মাটির শরীরে
এখনো তেমনি গান। শতসূর্য প্রদক্ষিণে আজো
তুমি ধ্বনি হয়ে আসো, আমি কাঁপি প্রতিধ্বনি হয়ে।

৫. পদাবলীঃ ১৭. ৩. ৬১

একটি দুঃখের হাতে হৃতশ্রী সে শরীরে কপালে
জলের ছায়ায় দেখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মুখের রেখায়
সহস্র নীরব সত্তা—পদাবলী চোখের কোণায়।
দেওদার পাতা কাঁপে—অন্যপূর্বা একাকী সকালে।

মনে মনে জানতো সে পার্শ্ববর্তী ঘরের দেয়ালে
কার যেন ছবি আছে চতুষ্কোণ স্বচ্ছ সীমানায়।
উজ্জল স্মৃতির আলো অন্য এক মুগ্ধ অন্বেষায়
দেখত অনেক তারা ফুটে আছে আকাশের চালে।

অন্তরঙ্গ ছায়া কাঁদে—তুঁহু মম। আড়ষ্ট সংলাপে
ব্যথায় উদ্বেল দুঃখ তীব্রতম ইচ্ছা হয়ে জ্বলে।
যে রাধা মাথুরে কাঁদত সে কি খোঁজে ভাঙ্গা জানালায়
যেখানে দেয়ালে কারো ছবি নেই কেবল ছায়ায়

টুকরো আসন ভাসে সায়াহ্ন সূর্যের করতলে
যেন ম্লান পদাবলী পরিব্যাপ্ত ভোরের আলাপে।

৬. শিল্পঃ ২৬. ৩. ৬১

যন্ত্রণা কাঁপে। যন্ত্রণা কাঁপে, তীব্র
পদধ্বনির মতই সহজ স্পষ্ট
ব্যপ্ত শিরায় শিরায়—ধমনী, রক্তে,
অনুচ্চারিত জীবনের রূপে বর্ণে।
তুমি যন্ত্রণা! হৃদয়ে শরীরে ব্যক্ত
আমি স্বরলিপি। সৌজন্যের মূর্ত্ত
প্রতীকে কাঁপছি। আমি পরিচিত দৃশ্যে
তোমাকে খুঁজছি। যন্ত্রণা! তুমি তৃপ্ত
জীবনকে গড়ে মৃত্যুর নিজ স্বার্থে।
কপট ঘৃণায় মহৎ কৃপার খড়্গা
—তুমি দিবা নিশি ফোটাও অনাদি সূর্য
যন্ত্রণা!—তুমি জীবনের করস্পর্শে!

৭. শিলালিপিঃ ২৬. ৩. ৬১

সহসা তোমার হাত স্পর্শ করে অন্তিম ললাট।

এপার ওপার করা নৌকা আসে, ঢেউয়ে ভাঙ্গে চর
স্তিমিত দীপের মত সূর্য কাঁপে দিকচক্রবালে,
ঘূর্ণি থেকে মুক্ত হয়ে কোন মতে নির্জন পৃথিবী
এতদূর হাঁটাপথে চোখে পড়ে নদীর কিনারে।

স্মৃতির ঐশ্বর্য নাই—মধ্যবিত্ত মনে কোন আশা--
বিকল্প পৃথিবী নাই। শুধু আছে প্রতিক্ষণ বাঁচা
কোন মতে এক কোণে। তীব্র সুখ--চেতনার সোনা
কখনো আশ্চর্য করে, বিদ্ধ করে, কবরের মত

আমাকে প্রাচীন করে। শুধু থাকে শূন্য রাজপাট।
সহসা তোমার হাত স্পর্শ করে আমার ললাট।

৮. দেয়াল লিপি। ২৬ ৩. ৬১

দেয়ালে টাঙ্গানো ছবি।
চারিদিকে চন্দনের হাওয়া।
করবীর ডালে ডালে
রক্তবর্ণ স্তবকে স্তবকে
মৌমাছির লোভ মোহ।
দেয়ালে টাঙ্গানো ছবি।
চন্দনের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।
ছবির কাচের গায়ে
ঝুলে আছে মড়া মাকড়সা।
এইমাত্র ফিরে গেল প্রতীক্ষিত সাদা টিক টিকি

৯. প্লট: ২৭. ৩. ৬১

তুমিও গল্পের মত হয়ে যাবে। তুমিও সহজ
একটি দুঃখের মত প্রেমিকের মনে মনে রবে।

আমি হব বিষাদের ঘূর্ণিমাখা ক্লান্ত জলস্রোত
—এপার ওপার বালি। দেখ ওই সূর্যের প্রহর
তুমি আমি পাশাপাশি আলোকিত—স্পষ্ট করে রাখি।

তুমি কি গল্পের মত হয়ে থাকবে, হে সময়, অলস সময়?
আমার পবিত্র তৃষ্ণা, তুমিও কি গল্পের মতন?
একটি বৃষ্টির রাত? নির্মম নিরালা ভালোলাগা?
তুমিও কি গল্প হবে কলঙ্কিনী মালবিকা রায়?

আমরা গল্পের মত ছোট বড় দুঃখের আকারে
এখানে ওখানে আছি। পরিচিত দর্পণের মুখে
অমরা সবাই মিলে একটি হৃদয় সৃষ্টি করি।
সহজ দুঃখের মত বেঁচে থাকি প্রেমিকের মনে।

১০. ছায়াঃ ১৩. ৪. ৬১

কে ওখানে আড়ি পেতে আছো?
অগোছাল ঘরকন্না, আমি ব্যস্ত সমস্ত রজনী।
কে ওখানে আড়ি পাতো?
কানে বাজে মল্লিকার দ্রুত পদধ্বনি,
সোপান পিচ্ছিল বড, ভয়ঙ্করী জটিল উঠান,
আশ্চর্য নিবিড় কোন প্রজাপতি ওড়ে পাখা মেলে,
স্বপ্নেরা মাছের মত ঘোরে ফেরে। কানামাছি খেলে
কে ওখানে আড়ি পেতে?

তুমি যাও, ফিরে যাও অন্য কোন সৌখিন উঠানে,
অমরতা কে না চায়!

অস্পষ্ট রাতের কুমকুম
দ্যাখো ওই অন্ধকারে তারা হয়ে টিম টিম জ্বলে,
তারি আলো প্রতিবিম্ব—ঝাপসা ছায়ার মত কালো
আমি এই অন্ধকারে, বড় ব্যস্ত পিচ্ছিল সোপানে।

গহন রজনী জাগে, প্যাঁচার কান্নার মত চৌকাঠের স্বর,
এবার ক্লান্তির টানে উপবাসী থাকুক অধর।

১১. হাওয়ার স্পর্শেঃ ২৬. ৪. ৬১

ডেকোনা অমন করে জনশূন্য মাঠের চৌদিকে।
অন্ধকারে ভয় করে। সরীসৃপ আমার শোণিতে
অহরহ ঘোরে ফেরে। শিরশিরে হাওয়ায় কখন
তারা সব সুপ্ত হবে। তুমি হবে অবলুপ্ত, শেষ।
আমাকে ছুঁয়োনা তুমি, লজ্জাবতী লতার আড়ালে
কঠিন কাঁটার মত আমি শুয়ে আছি দীর্ঘ দিন।
সহসা চেতনা জাগে। আকাশে তাকাও, হাতে হাত
রেখোনা অমন করে—পাতালের গভীর হৃদয়—
তার ভালোবাসা নেই—শুধু ওর অতল আলোয়
অন্ধকার মাটিটাকে বারবার মোছে আর ধোয়।

১২. শতবর্ষ উৎসব প্রাঙ্গণেঃ ১৬. ৫. ৬১

দ্যাখো ওই সবুজ অঙ্গনে, রৌদ্র ছায়া বিকল্প গোধূলি
সমস্ত রজনী হেঁটে সেও থেকে থেকে বাজে ছায়ানটে

অম্লান সূর্যের বহুদূরে। ওরা বুঝি নম্র কৌতূহলী
একঝাঁক শ্বেতপক্ষ পাখি ধূসর মেঘের প্রেক্ষাপটে।
বিপন্ন অতীত শেষ, ছাখো, প্রিয়তর চোখের কাজলে
দেয়ালে আলেখ্য আঁকা তার, চতুষ্পার্শ্বে চন্দনের রেখা,
অভিশপ্ত তিমিরাবসানে, সূর্যস্নাত অঙ্গনের তলে
ওরা সব প্রণত প্রণয়, কিন্তু হায় ওরা মরীচিকা
খুঁজে খুঁজে দুঃখের আকাশে কান্নাদিয়ে নামাবলী রচে,
অনুষ্ঠিত পুত ভস্মশেষে ধরে রাখে কবচে কবচে,
অম্লান সূর্যের বহুদূরে। পবিত্র নিষ্ঠার গঙ্গাজলে
কে দেবে অমল তৃষ্ণা ধুয়ে ধুয়ে ছায়ার আড়ালে ?

আমি ওই নির্ণিত অঙ্গনে কাকে দেখি দৃশ্য দৃশ্যাতীতে,
অম্লান সূর্যের বহুদূরে সে এসেছে নির্জনে নিভৃতে।

১৩. তিন দেয়ালের ছবিঃ ১৪. ৬. ৬১

এক ॥
কি করে যে তোর মোহ জন্মাল আকাশের চাঁদে !
দিব্যি আরামে পুরোনো বাড়ির পিছনের ঘর
ভরে তুলেছিলি সকাল সন্ধ্যা, যন্ত্রণাতে
সামনে উঠানে বিকেল হলেই, সন্ধ্যামালতী,
পাপড়ি মেলতি।

বাইরে আকাশ—কার্নিশ ঘেঁষা আকাশের চাঁদ
পিছনের ঘর ছবির মতই আর এক দৃশ্যে
রূপ কথা হল।
স্বচ্ছ শ্যামল পৃথিবীর ছবি

অদৃশ্য বাঁকে। পিছনের ঘরে
তাকের ওপর তেলের প্রদীপ, দাশরথী রায়।
সন্ধ্যা মালতী !
কি করে যে তোর মোহ জন্মাল আকাশের চাঁদে

দুই ॥

দ্রাক্ষায় মাতিনা আর। তন্বীদেহে মাতি না সুন্দরী।
বিষণ্ণ সূর্যের চক্ষু, প্রতিবিম্ব—পরপ্রত্যাশিনী—
না, না, আমি যন্ত্রণায় মেতে আছি। বিবর্ণ ঈশ্বর
আমাকে নূতন দৃশ্য তুমি আর কি দেখাতে পার ?
বাগানে আকন্দ আর জবারা দাঁড়ায়ে স্মিত মুখে।
রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিয়ে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠ ঘরেব দেয়ালে—
না, না, আমি দীর্ঘদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবনা।
আমি নগ্ন সরীসৃপ, ধমনীর অন্ধকারে ওরা
ওই সব আঁকাবাঁকা জীবনেরা, ওদের পিপাসা—
আমার যন্ত্রণা। আমি উন্মত্ত হবনা অন্য বিষে।

তুমি আর দাঁড়ায়োনা লোকচক্ষু-বিদ্ধ অভিসারে।

তিন ॥

সারাটা সকাল ধরে কাল ওখানে শিউলি ঝরে গেছে,
আজ তার কোন চিহ্ন নেই। শুধু মধুবাতা ঋতায়তে
চন্দনের সর্পিল শরীর আর স্মৃতির কংকাল।
কবে সে হয়তো ক'বে আমি যে ছিলাম ওইখানে

ওই স্তূপাকৃতি ভস্মে। শ্বেতস্তম্ভে মিনারে মিনারে,
মণিকর্ণিকার ঘাটে, শাদা ফুলে, ক্ষণিক তৃপ্তিতে।
কি দেখেছ? আমি নাই, আমি নাই, আমি কোনোখানে
নাই। আমি ওই অন্ধবালকের হাতের ওপরে
তীব্র অভিমান নিয়ে রাত জেগে সকালে শুকাব।

অন্ধ বালকের চোখে অন্ধকার পৃথিবীটা
ফুল হয়ে প্রতিভাত হবে না কখনো।

১৪. পয়ার: ২৭. ৬. ৬১

বাউল, দেখছ না কেন এইমাত্র বৃষ্টি হয়ে গেছে,
মেঘেরা অনুক্ত তাই, বিদ্যুতের পাঠশালা-ছুটি,
বাউল আমি তো দেখছি মাটি ফুঁড়ে প্রলুব্ধ দোপাটি
প্রথম চরণ ফেলে মায়ামৃগ-মারীচের কাছে।
তুমি অন্ধ, সন্ধ্যা হল কানাকড়িবদ্ধ করপুটে
নইলে নদী পার হতে কে তোমার ঠুলি খুলে দেবে।
আপনি আচ্ছন্ন বন্ধু, মৃগেরাও বিপ্লবে বিপ্লবে
সংঘবদ্ধ। শিকারীরা রাত্রিজাগে ত্রাসে ও সংকটে।

বাউল, দেখছ না তাই বৃষ্টিশেষ ঘাসের শিখরে
মুক্তার ফসল জলে প্রতিবিম্বিত কুঁড়ে ঘর,
বাউল, দেখছ না মেঘে কারা যেন উত্তরীয় প'রে।
আমি দেখি সংঘবদ্ধ ওরা এক মানবক ঝড়।
কোকিলেরা বুদ্ধিমান পক্ষিকুলে মূঢ় দাঁড়কাক,
প্রলুব্ধ দোপাটি হাসে অবিকল মহর্ষি চার্বাক।

১৫. মুখোমুখিঃ ২৮. ৬. ৬১

(আসামে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি নিবেদিত)

দেখোনা দেখোনা মুখ। আর্শি ভেঙে ছড়ানো মেঝেয়
দেখোনা, স্বর্গের ছাদ ধ্বসে গেছে, নিরীহ দেবতা
দুর্যোগের মুখোমুখি ; চালচুলো--পূর্ব নীরবতা—
পরম নিষ্ঠার স্বর্গ।—অদৃষ্টকে অভিশাপ দেয়!
অদৃষ্ট দেবতা নয়, সুচতুর সর্বনাশা ব্যাধি,
আপাত বন্যার মত আসলে বহ্নির রক্তলেখ
পোড়ায়—চন্দন ভালে আকাশের সান্ধ্য অভিষেক
সে দেখেনি, সে দেখেনি পৃথিবীর বিস্তৃত পরিধি।

যুপকাষ্ঠে ছাগবলি মৃত্যু হাসে মানুষের সাথে,
ময়দানে মহতী সভা—দৈনিকের প্রভাতী সংখ্যায়
বিজ্ঞাপিত। ভোর থেকে তিল ধারণের ঠাঁই নাই ;
দিগংগন পরিচ্ছন্ন শুচি শুদ্ধ, বাতাসে সানাই।
দেবতা স্বয়ং বক্তা। কিন্তু আজ মহতী সভায়
উপস্থিতি অসম্ভব! ব্যাধি স্পষ্ট ভাঙ্গা আর্শিতে।

১৬. অংগীকার (জয়ন্তীকা বিশ্বাস সুচরিতাসু) ১৩. ৭. ৬১

সাত সমুদ্র তোমাকে দেখাব
বলেছিলাম,
আকাশের নীলে ভাসাব তোমাকে
বলেছিলাম।
ঝরো ঝরো তারা—বকুলের ফুল
কুন্দ-দোপাটি—চাঁপা বা শিউল

তোমার দুহাতে তুলে দেব ভরে
বলেছিলাম।
আর মৃদু আলো —নির্জন ঘরে
এ দুটি অধর তোমার অধরে
আলতো ছোঁয়ায় রাখব গোপনে
বলেছিলাম।
সাগর তো নেই, আকাশে নীল
সব উড়ে গেছে,
ঝরো ঝরো তারা, কুন্দ-দোপাটি
সব পুড়ে গেছে,
আর মৃদু আলো নির্জন ঘর,
আলো-রক্তিম তোমার অধর
সব পুড়ে গেছে, সব উড়ে গেছে।

১৭. সহবাসেঃ ২২. ৮. ৬১

অস্পষ্ট আলোয় আমি কি দেখেছি ভেবে পাইনি,
কি দেখেছি অন্ধকারে!
অস্পষ্ট রেখায় আমি কি এঁকেছি?
কি দেব তোমায় আমি
রজনীগন্ধার পরমায়ু?
এক মুঠি অন্ধকার!

আমি নেই, আমাকে কঠিন হতে বোলোনা কখনো,
ফুলের বাগানে
প্রতিহিংসা বলে কিছু নেই।
ফুলেরা পোকার রাজ্যে পাশাপাশি বসবাস করে।

১৮. মতিয়ার জন্যঃ ২৫. ৮. ৬১

বৃষ্টি হয়ে গেছে সই যমুনায় জল ঠিক স্থির।
পিছনে কদম শাখে বনমহোৎসবে কাঁদে রাধা।
অক্ষম বিধাতা হাসে, চুল ছেঁড়ে। হায়রে মতিয়া,

স্বামী তোর রক্ত দেখে—চাপচাপ রক্তের চেহারা
দেখে ভয় পেয়ে তার বক্তিম দেহের নেশা গেছে।

বৃষ্টি হয়ে গেছে সই, মতিয়াও শান্তিতে ঘুমাক,
ছেলেটা প্রচুর বোকা রক্ত নিয়ে ছানছে দুহাতে,
ও বোঝে না রক্তে ওর মৃত্যু আছে, নিষ্ঠুর মরণ !
ও ওর বাবার মত পৃথিবীকে এখনো চেনেনি।

মতিয়া সুন্দর মেয়ে, গাঁয়ে ওর জুড়ি বলতে নেই।
মা ছিল সৈরিণী আর বাবা ছিল সুদক্ষ জুয়াড়ী,
স্বামীকে লম্পট বলতে বাধে বটে, তবুও আড়ালে
মতিয়া স্বামীকে তার লম্পট বলেই জেনে গেছে,

কারণ মৃত্যুর ভয়ে পাশে বসে মৃত্যুও দেখেনি
ভগীরথ। চলে গেছে গ্রাম ছেড়ে যমুনার ধারে

বিষণ্ণ ব্যথায় কাঁদছে গৃহস্থালি—বুবুয়া মাতিয়া।
ভগীরথ এককালে বাঁশিওলা ছিল, আজ নেই।

আজ ও অযথা হাসে, চুল ছেঁড়ে, কিংবা চেঁচায়।
আর দেখে যমুনায় নীল জল, জলে কাঁপে ছায়া।

১৯. উর্বশীঃ বিংশ শতকেঃ ২৮. ৮. ৬১

চেহারা দেখেই চিনতে পেরেছি তোকে ঃ
শাওন ভাদর বৃথা বয়ে গেছে বেলা
আহা বিশীর্ণা অর্দ্ধেক তোর শোকে
বুড়ো হয়ে গেছে, অর্দ্ধেক হাটখোলা

বৌবাজারের গলির অন্ধকারে।
চাপা মৃত্যুর বীভৎস মৃতদেহ—
চোখে জল আসে, অতিথি আসেনা ধারে।
প্রহরীর চোখেতবু আসে সন্দেহ।

চেহারা দেখেই চিনতে পেরেছি ঠিক
থুঁতনির নীচে জড়ুলের কটা নেশা,
মনে হয়েছিল ভুল হল বুঝি দিক
যাত্রার কাল বুঝি ছিল অশ্লেষা।

আহা উর্বশী, করুণা কুড়াস কার,
কুকুরের কাছে মাংসের অনাদর ?
ওরা বুঝি ছিল সেদিনো নির্বিকার ?
ওরা বুঝি মানে এখনো আত্মপর ?

গলিত শরীরে জৌলুষ মরে গেছে
চোখের মদিরা, তরল চিকন গলা
কোথা তোর নদী, পুরো পরিণতি আছে
মৃত্যুতে। শোন, সতর্ক এই বেলা।

এদেশে স্বরাজ তোদের মিছিলে কালো
গোয়েন্দা ঘোরে, সহমরণের নেশা—
দেহে ঘোর ব্যাধি তীব্র চোখের আলো,
আহা উর্বশী, এবারে বদলা পেশা।

চেহারা দেখেই চিনতে পেরেছি তোকে।
আহা উর্বশী, বিশীর্ণা প্রজাপতি
ঘরে যার জ্বালা বলোনা আজকে তাকে
কে দেবে আকাশ? কে হবে আত্মারতি!

২০. বন্ধুর জন্য (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধুবরেষু) ১৩. ৯. ৬১

এখনো সময় দূরে, দূরে আলো, আলোর কামনা,
কামনার শবদাহ, দাহহীন চোখেব বাহিরে
এখনো নূপুর বাজে, বাজে পদ্মপাতায় শিশির।
বন্ধু ঢের দূরে আছে—হেমন্ত কাবার হয়ে গেছে।

সে ফেরেনি, মহাশ্বেতা ডালে ডালে অপূর্ব মাধুরী,
সে ফেরেনি, বৃষ্টি নেই আমি কাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোব রোদ্দুরে
সে ফেরেনি, দ্বন্দ্বহীন জীবনেও বুঝি রুচি নেই।
এখনো সময় দূরে, দূরে আলো। বন্ধুও জানে না
আমি বড় প্রবঞ্চক। শুধু হাতে সর্পিল রেখারা
আমাকে নাচায়। আমি নৃত্য ভুলে বসে আছি কবে।
হেমন্তের রোদে কিংবা শরতের—শরতের রোদে।

যে কোন সন্ধ্যায় তাকে ভুলে যাব, যে কোন বন্ধুকে
যে কোন সকালে তাকে—আনন্দিত চন্দনের রেখা,

যে কোন সমুদ্রে দেব—কনকাঞ্জলি দেব তাকে
বন্ধু ঢের দূরে আছে, হেমন্ত কাবার হয়ে গেছে

২১. বাজিকরীঃ ১৪. ৯. ৬১

তোমার আঙ্গিনা জুড়ে আমি শুয়ে আছি ভানুমতি
ছড়িয়ে—ছড়িয়ে আছি প্রশস্ত রক্তিম পত্রপুটে,
কি বাজি দেখাও, আমি দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ের ভাণে,
বর্ণহীন, গন্ধহীন, শব্দহীন। আমার ললাটে
তুমি লিখে রাখ প্রতি অনুতে অনুতে অবসাদ,
পশ্চাতে স্মৃতিরা ছুটে, আমি প্রায় ধরা পড়ে যাই
রাত্রির কবাট ভেঙ্গে দিন আসে, হে ক্লান্ত অতসী।
পড়ার টেবিলে ঝরো, আমি অন্য অন্ধকারে যাই।
কি বাজি দেখাও। আমি দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ের ভাণে
অস্পষ্ট মোটেই নও। বরং কৌটোয় যাদু আছে,
তা থাক। আমার ঘরে যেখানে সবাই কান পাতে,
স্মৃতিরা অস্পষ্ট নয়। নতুন অতসী ফোটে গাছে।
আমি শুয়ে আছি দীর্ঘ উন্মুক্ত পথের মাঝখানে।
এখানে সবাই হাঁটে, চেনা জানা, কিংবা যাদের
ছায়ায় দেখেছি খুঁজতে অন্য স্বর্গ। তারাও এখানে
আমাকে জানায়। আমি সন্ধান করিনি মাধুর্যের।

২২. তারাখসে, সংসার ঘুমায়ঃ ১৫. ৯. ৬১

সে আসেনি, বলে গেছে সে আর ফিরবে না আলোকিত
বারান্দায়। তার স্বর্গ, না না, নেই কোথাও। সে জানে

অন্ধকারে তারা খসে, অন্ধকারে সংসার ঘুমায়।
সে আসেনি, বলে গেছে সে এক দ্বিতীয় স্বর্গ চায়।
আমি চাই কাছাকাছি ট্রাম-বাস, বাজার, অফিস।
দু-ঘণ্টা বন্ধুর সঙ্গ, কফির পেয়ালা, সিগারেট।
আলোকিত বারান্দায় আঁকিড়ে আঁকিড়ে নানা ফুল
আর ঘরে—ঘরে নীল, নরম নীলিম নীল আলো।
সে চায় না। বলেগেছে স্বর্গে তার অভিপ্রেত বাস।
অভিমান প্রতিহিংসা হয় নারে? কি জানি হবে বা!
পিছল পিচের গায়ে কারো ছায়া অন্ধকার লাগে।
কি জানি হয়ত সেও অন্যতর স্বর্গের অন্তসী।
তাকে কেউ খুঁজে আনো, আমি বড় আহত। সন্ধ্যায়
আমি রোজ ঘরে আসবো, গল্প কোরবো কজন কাবুলি
বার বার খুঁজে গেছে। তারপর শব্দহীন রাত
পাশাপাশি। অন্ধকারে তারা খসে, সংসার ঘুমায়।

২৩. অন্য ডাকেঃ ২১. ৯. ৬১

কে আমাকে ডেকে গেছে।
কে আমাকে ডেকে গেছে।
আমি বুঝি অন্য কোন নির্জন সীমায়
হাত ভরে অন্য কারো ভালোবাসা খুঁটে খুঁটে তুলি।
স্মরণীয় কেউ নয়। ব্যস্ততায় ভুলে আছি তাকে।
ভুলে গেছি দূর থেকে দৃষ্টির উত্তর বিনিময়।
সকালে জলের কলে অবিচ্ছিন্ন নির্জনতা ভাঙে।

কে আমাকে ডেকে গেছে। আমি অন্য আকাশে উধাও
আমি অন্য আকাশের শুভ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেছি।

আমি তার ডাক
শুনিনি, শুনিনি।
সকালে কলের জলে অবিচ্ছিন্ন নির্জনতা ভাঙে।
হাত ভরে অন্ধকারো ভালোবাসা খুঁটে খুঁটে তুলি।

২৪. স্বর্গবাস ˆ ২১. ৯. ৬১

শেফালি ঝরার বেলা হয়ে গেছে শেষ।
তবু সেই অভীপ্সিত স্বর্গের চেহারা
কোথাও মেলেনি।
দ্বিধাহীন স্মৃতির আসর,
রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভাসে, কবরের শরীরে সবুজ
ঘাসের অরণ্য।

না, না, নেই স্বর্গের শেফালি।
নন্দিতা, তুমিও সেই খোঁজে ব্যস্ত ?
বরং চলনা।
আমাকে আনন্দ দাও, স্নেহ দাও, শরীরের নেশা
আমাকে আকণ্ঠ ভরে দাও।

সবুজ কবরে
আমি খুঁজি নগ্ন স্তনে ছিন্ন কোন হালের ইশারা।
তারপর সূর্য অস্ত যাক।
আমি আন্দোলিত হই, তুমি হও হিন্দোলিত, তুমি
অভীপ্সিত স্বর্গ হও !
অধরে কপোলে
শেফালি ঝরার বেলা শেষ হয়ে যাক।

২৫. আলো হতে চাই নাঃ ২১. ৯. ৬১

আমি আলো হব না, হব না,
আমি হব অন্ধকার ঢেউ—আরো ঢেউয়ের গভীর।
তৃষ্ণার্ত পতঙ্গ চারিপাশে
ক্ষণিক আঘাতে আমি নিবে যাব, মিশে যাব ফের।

আমি আলো হব না হব না।
মেঘে মেঘে বেলা বয়ে গেছে
বন্ধু চলে গেছে বহুদূরে,
আনন্দ শিশির হয়ে গেঁথে আছে ঘাসের ডগায়।
আমি রূপ দেখবনা রূপসী,
তুমি খোলো, ঘোমটা খোলো, অন্ধকারে কেউ নেই, কেউ
তোমাকে দেখছেনা।
আমি,
আলো হয়ে তোমার দর্পণে।
উদ্ভাসিত হব না, হব না।
অপস্রিয়মান সন্ধ্যা, ছায়া ঘিরে আমি নিদ্রা যাই।

আমি আলো হব না হব না।

২৬. পদধ্বনিঃ ২৯. ৯. ৬১

তন্বী, তোমার অধরে নিবিড় ছায়া
আমি ডুবে আছি। অবগাহনের নিভৃত নির্জনতা।
শ্রাবণের ঢল নেমেছে চোখের সজল দৃষ্টিপাতে
তন্বী, তোমার অধরে আমার মৃত্যুর অভিষেক।

২

সঘন বুকের বিদ্যুতে পুড়ে, পার্বতী আমি কার ?
কামনার নীল থর থর চুড়ে রেখেছি অঙ্গীকার।
প্লাবন তোমার চিবুকে চিবুকে—নাচে রক্তের রেখা,
আমি, শুনেছি তোমার রক্তে বাজছে আমার পদধ্বনি।
তুমি দিয়েছ সাহস, সহসা আমার উন্মন অবকাশ
দ্বিধাহীন স্বরে তোমাকে জানায় আত্ম সমর্পণে,
কালো কেশরাশ চঞ্চল হোক,·কুমকুম মুছে যাক।
চাঁপাচন্দন-ঠোঁটের লুব্ধ আমি পতঙ্গ মরি।
পোড়াও তন্বী আমাকে তোমার স্বপ্নীল দেহলীতে
স্তনচূড়ে আমি অন্য পৃথিবী নিবিড় আবেশে গড়ি,
সহসা উতলা বক্ষে বক্ষ, বাহুতে অঙ্গীকার,
আমি, শুনেছি তোমার রক্তে বাজছে আমার পদধ্বনি ।

২৭. পণ্যঃ ১৫. ১০. ৬১

ঘৃণা তোর তীব্র হোক নারী।
কে তোকে শেখাল ঘৃণা,
দিনের আশ্রয় থেকে কে তোকে হারালো।
সবুজ মাটির নিদ্রা সহস্র উদ্বেল ভালোবাসা
টুকরো টুকরো ছড়ালো রে, আহা নারী হাসি তোর কই!
ঘৃণা তোর জন্য নয়, ছায়াবৃতা‐অস্পষ্ট মানবী
মদির চক্ষের ভালোবাসা,
সে তোর মৃত্যুর মত দীপ্র অভিমানে
খেলা করে অজস্র শরীরে।
ঘৃণা তোর জন্য নয়।
তোর ওই রক্তহীণ বিবর্ণ অধর
চিতার আগুনে হাসে।
আহা নারী, হাসি তোর চাই।

২৮. নগর নটীঃ ১৬. ১০. ৬১

কে তুমি কঙ্কাবতী সংস্র বিপণি সমুজ্জল
নগরে নগরে মেলা, মঞ্জরিত দেওদার শাখ
অজন্তা-চিত্রিত গৃহ, নরম গভীর মমতায়
কে তুমি নাগরী? হাঁট অনুপম ঠমকি ঠমকি।

রাসযাত্রা নাগরীরে! আহা তোর কপোল কল্পিত
কত স্বপ্ন ধরা থাকে, মৌন চোরা মৃত্তিকার প্রাণ
গড়ে শুধু প্রতিকৃতি, আমি চোখ জুড়াই আলোতে
আর হাততালি দেই, হাই তুলি বুঝে ফেলি সব।

২৯. সকালে-বিকেলেঃ ১৬ ১০. ৬১

কে তুমি সকাল হলে, শোন,
অন্য রং মেশাও। বিকেলে
দুরন্ত আকাশ ভরে রাখ
ছবি এঁকে মেঘের আঁচড়ে।
বিলি কাটো, আলো ও ছায়ায়
রক্তিম করবী খেলা করে
বর্ণালি মেশায় প্রজাপতি।

কে তুমি শোনাও অবসরে
দূরে ওই রাখালিয়া বাঁশী
নীরব নদীতে তোলে ঢেউ।
তারার চুমকি ছিঁড়ে ফেল
কে তুমি? নির্মম তুমি কেউ।

৩০· কুসুমগুচ্ছঃ ১৬. ১০. ৬১

আমাকে ছিঁড়তে দাও। আমি আজ নিষ্ঠুর হবার
অপূর্ব সুযোগে ছিঁড়ব বৃন্ত থেকে। পাপড়ির ওপরে
আমার নিজের মুখ দেখব। আমি অসীম হবার
এমন আনন্দ-লগ্ন বৃথা যেতে দেব না। আমাকে
প্রতিফলনের তীব্র অবিশ্বাসে অবাক দেখব।
আমাকে ছিঁড়তে দাও, মসৃণ রক্তাক্ত বৃন্তানুগ
ফলিত কুসুম-গুচ্ছ। তারপর বিচূর্ণ ধুলায়
সহজে লুটিয়ে দেব। সৌন্দর্যের যন্ত্রণা ছাড়িয়ে
সে-মুক্ত

কুসুম-গুচ্ছ জল ঢেলে সতেজ শোভন
নির্ভুল ড্রইংরুমে। মৃতদেহ—ফসিলের মেলা,
বাতাসে ছড়াবে গন্ধ—ওরা সব বৃন্তচ্যুত ফুল।
একটা লাভের মত কেউ হয়ত দুহাত বাড়িয়ে
সহজ কারুণ্যে বলবে, গাইবে হয়ত নির্ভুল এলিজি।

আমাকে ছিঁড়তে দাও। আমি আজ মহৎ হবার
এ মুহূর্ত বৃথা যেতে দেব না, অসীম স্নেহ নিয়ে
বর্ণহীন, গন্ধহীন করে দেব সতেজ শোভন
রক্তাক্ত কুসুম-গুচ্ছ। বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিচূর্ণ ধুলায়
পরম আদরে ফেলব আমাকে মহত্ত্ব আর নিষ্ঠুরতা থেকে।

৩১· আর্তিঃ ১৭. ১০. ৬১

চাইবনা, চাইবনা, আমি তোর ঘরে বাসা চাইবনা—
যদি তুই ভালোবাসা দিস। তবে আমি দেবনা সিঁদুর

প্রলুব্ধ কপালে তোর, আমি যাব'সহর ছাড়িয়ে
সাঁওতালী গ্রামে—কোন তারাঝিলি নদীর কিনারে।

যদি তুই ভালোবাসা দিস,
রক্তের গভীরে অন্য জীবনের কামনা করবনা।
আমি শুধু বন্য হব, ফেলে দেব মসৃণ খোলস
পূর্বজন্ম ভুলে যাব কস্তুরী হাওয়ার নিশ্বাসে।

চোখে জল, রে অতসী! দেখ মূর্খ, নাগরা বিলাসে
আমি ঘর বাঁধবনা, নিয়নের ধূসর মগ্নতা
আমাকে দিসনা তুলে, মুঠো মুঠো ছড়ানো শিশিরে
আমাকে দুহাত ভরে ভালোবাসা দিস।

খোল দ্বার গৃহবাসী।
অপার মমতা মত্ত মগ্ন মৃত্তিকায়
গড়বনা নারী দেহ। মঙ্গল ধ্বনিত হোক তুলসী তলায়,
উজ্জ্বল আকাশ হোক স্বপ্নীল আবেশে গাঢ়তর,
আমি ঠিক চলে যাব ছড়াতে ছড়াতে ভালোবাসা।

৩২· শারদীয়াঃ ১৭· ১০· ৬১

এই যে শংকিত চিত্তকবিমন! চায়ের পেয়ালা
শূন্য হয়ে সুশোভিত। বাইরে যাবে? ট্রামের টিকিট
যদিবা যোগাড় হয় কাপড়ের অন্তিম দশায়
তোমাকে আজকের দিনে লোকে বলবে ঠগ-জুয়াচোর।

বরং দুয়ারে খিল তুলে দাও, অসুখের ভান
তোমাকে বাঁচাবে ঠিক। স্মৃতিকে বাইরে রেখে এসো।

নতুবা, মুক্তির পথ বাতলে দেবে সামনের প্রাচীর
যে এখনো মুক্তি খুঁজছে বালির প্রলেপ এঁটে ধরে।

হিমাংশুর মা'র বড় সাধ ছিল মহা অষ্টমীতে
গঙ্গাস্নান করে। তাকে নিয়ে চল দোলাতে দোলাতে,
দু ধারে ছিঁটিয়ে দাও অষ্টমীর মন্ত্র-পূত খই।
হরিবোল, হরিবোল।
জারুল গাছের ডালে সূর্য ডুবে আছে।

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে।
গাছে ফুল, প্রজাপতি,
পরশ্রীকাতর কিছু ভ্রমরের দল—
কেউ নেই।
আকাশে খণ্ডিত মেঘ, অর্কেস্ট্রা পাখির কিচিমিচি
জারুল গাছের ডালে, পাড়াতে ঢাকের ডিম ডিম,
বন্ধু কেউ আসেনি এখনো,
কানে আসে কর্মব্যস্ত জটিল সংসার।

৩৩· প্রচ্ছন্ন ঃ ১৭· ১০· ৬১

ঘুম ভেঙ্গে দেখি তুমি দিগন্তে ছড়িয়ে আছ জোনাকির মত,
ঘরে ঘুম ভেঙ্গে গেছে আকাশের ছাউনি খুঁজি, স্বপ্ন খুঁজি চোখে
বাঁশি ফেলে সে রাখাল কালের অরণ্যে গেছে অন্নের সন্ধানে,
সে আজ ফিরবেনা রাতে, জীবনের সিঁড়ি বেয়ে আমি নেমে যাব
তোমার অগাধ যত্নে, অন্ধকারে তারকার স্বপ্নের ওপারে।

আলোর আঁচড় মোছে, রক্তের আঁচড় মোছে, রক্তে ও জলে
সহজ প্রণয় আছে। আমি কোন অর্থ খুঁজি, কে জানে নাটক

কোন অংকে জমে উঠবে। ততক্ষণ ধৈর্য যদি অবশিষ্ট থাকে
তবেতো নিশ্চয় দেখব পুরানো ঘরের চালে আগুন লাগিয়ে
বাঁশ কঞ্চি জড়ো করে নতুন আস্তানা ফের বাঁধছে দুজনে।

ঘুম ভেঙ্গে গেছে আজ, তুমি আসবে বলেছিলে অন্ধকার রাতে
নিজেকে গোপন করে, আমাকে দুহাতে লুটে দূরের সড়কে
হরিণের মত ছুটবে—চোখে আর্তি, পায়ে তীব্র মৃত্যুজয়ী বেগ—
তারপর দুর্বো কিংবা সবুজ—সবুজ ঘাসে আমাকে বিছিয়ে
আকাশে জোনাকি গুনবে। কালের রাখাল খুঁজবে আমার ঠিকানা।

৩৪. অন্তরালেঃ ১৯. ১০. ৬১

চল্ ঘরে ফিরে যাই, যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে গেছে।
এখন পোষাক খুলবে মিথ্যে রাজা, মিথ্যে প্রণয়িনী,
যাকে এইমাত্র দেখলি পুত্রশোকে অন্তিম দশায়
সে কেমন হেসে উঠবে, বলবে, কেমন স্বপ্ন দেখালাম তোকে ?

চল্ ঘরে ফিরে যাই, বরফ কুচির মত হিম
কনকনে শাদা ভাতে নুন, লংকা—অমৃত তৃপ্তিতে
গোগ্রাসে সাবাড় করে, ছিন্ন-কন্থা—বাঁশের চাটাই!

তবুও ওখানে কেউ শোকাতুরা হেসে উঠবে না।

৩৫. ভয়ঃ ১৯. ১০. ৬১

দাঁড়াও ওখানে!
আগে বল, তুমি কোন দুরভিসন্ধি মনে নিয়ে

এখানে আসোনি? আমি একা খেলছি বালির প্রাসাদে,
সামনে নীলাভ জল, পিছনে অনেক দূরে মানুষের বাস,
আমি এইমাত্র সব ভুলে গেছি, বলতো তোমাকে
কতদিন আগে কার সংগে ঘুরতে দেখেছি সহরে?

দাঁড়াও ওখানে।
আগে তুমি কথা দাও, আজ কোন অভিসন্ধি নেই?
ঘর ভেঙ্গে পালাবেনা?
সহরে ঘুরবেনা আর অন্য কারো ঘরণীকে বাহুলীন করে?

সামনে নীলাভ জল, ভয় করে, ভেসে যাবে বালির প্রাসাদ!
আমাকে অভয় দাও,
আগে বল, তুমি কোন দুরভিসন্ধি মনে নিয়ে, এখানে আসোনি?

৩৬. মশালের রংঃ ২০. ১০. ৬১

বিকল্প হৃদয়ে তোকে স্থান দেব, আয়।
কি জানি কেমন করে দরজা ভেঙ্গে ফেলেছে বাতাস,
অভিজ্ঞতা-চতুর জীবন
কেবল ম্যাজিক খেলে
অভিশপ্ত সকালের রংএ।
তা হোক, তবুও আমি কথা দিচ্ছি, প্রেমের কবলে
তুই নোস, তোর জন্যে সমস্ত সংসার বসে আছে।
তোর জন্যে অতিথিরা, সমস্ত সময় বসে আছে।

আমি স্বপ্ন দেখছি নাতো? দ্রিমি দ্রিমি ত্রিকালজ্ঞ কেউ
দামামা পেটায় দূরে,
মশালের রংএ গাঢ় অন্ধকার কেবলি হাসছে,

পতঙ্গের দলে ঢিল কে দিয়েছে এখনো জানে না,
ওখানে অব্যর্থ মৃত্যু !   না-না তুই ওখানে যাসনে !
আমিও মশাল রং এ প্রলুব্ধ, হয়েছি নিবেদিত,
সমর্পিত হৃদয়ের বুকে যদি ফোটে পিপাসার রং ।

৩৭· তৃষ্ণাঃ ২২· ১০· ৬১

অঙ্গীকার করেছিলে ।   আজ
আমি সেই বহুদিন আগেকার ফুলের স্তবক
নিয়ে যাব ।   আজ আর আমি ব্যস্ত নই ।
চতুর্দ্দিকে কেউ নেই, যার সঙ্গী হয়ে
নন্দন আনন্দে ভুলে যেতে পারি ফুলের স্তবক ।

মনে আছে ?   মনে নেই ।
আমি কিন্তু আজো ভুলতে পারিনি, এখনো,
সেদিন সন্ধ্যায় তীব্র আহত হরিণী !
জানিনা কেমন মন্ত্র স্মৃতি তোর বিনষ্ট করেছে ।
ফুল হয়ত মরে গেছে ।   তুমি ভুলে গেছ অঙ্গীকার,
আমি আজ সময় করেছি ।   অবকাশ—অসীম ছুটির !
শুকনো ফুল, শীর্ণা তুমি ।
অমল তৃষ্ণার কষ্ট তবে আজ কে মেটাবে বল ?

৩৮· পেন্সিল স্কেচ্ ঃ ২৫· ১০· ৬১

আকাশ ছুঁতে চাইনি কোন দিন
চেয়েছিলাম মাটির বুকে শুয়ে
আকাশটুকু দেখতে অনায়াসে ।

ডুববনারে, ডুববনা নীল জলে,
খাঁচায় ধরে রাখব না রে পাখি,
আগুন জ্বেলে গোপন কথাগুলো
পোড়াব ঠিক পোড়াব নিভৃতে।
হৃদয় প্রশস্ত নাকি তোর ?
নাকি তোর দুঃখ নাই ?
তবে কেন কাঁদাস চৌদিক,
দুঃখ যদি গাঢ় হয়, হৃদয় নির্ঘাৎ হবে বড়।

৩৯· জল রংঃ ২৫. ১০. ৬১

তোরা যদি কথা দিস দুঃখে কেউ বিমর্ষ হবিনা,
তবে আমি কাঁদবনা, কাঁদবনা।
এই দেখ্, অশ্রু মুছে দাঁড়ালাম, আর এই দেখ্
গোলাপের কুঁড়িগুলো ফুটে উঠবে এখনি আলোয়।
কিন্তু কই, ওরা কেউ ফুটল নারে, ওদের গভীরে
আমার মমতা নেই, আমি শুধু আনন্দ কুড়াই।
ফাঁকির ওজন বুঝি এইবারে ডোবাবে জাহাজ,
তোরা যদি কথা দিস, আমি তবে কখনো কাঁদবনা।

৪০. কোজাগরী পূর্ণিমার স্মৃতিঃ মজনাইঃ ২৬. ১০. ৬১
(প্রশান্ত, প্রবোধ ও সাধনকে)

॥ ১ ॥

সব রং মুছে গেছে, আকাশের পশ্চিম কিনারে
অনেক ইচ্ছের রং মুছে গেছে। গগনেন্দ্রনাথ—
হয়ত মহৎ কোন চিত্রকল্প, ভংগীর চাতুরী ;
সহসা নিমগ্ন। আমরা তিনবন্ধু স্বচ্ছ অন্ধকারে।

টিলার ওপাশে বসি, নীচে তৃণ—সবুজ মলাটে
পৃথিবীর ঘর বাড়ি ; পাহাড়ীয়া পল্লীতে পল্লীতে
হাঁড়িয়ার মহোৎসব, মানুষ না পশুর জীবন
জানিনা, এখানে সুখ দুঃখে মিলে বুঝি দিন ফোটে।

তা ফুটুক। আপাততঃ আমরাও রাত্রির পাথায় ;
বীভৎস চীৎকারে চমকে উঠে দেখি, উলঙ্গ রমণী
ঝলসানো পশুর শব অনায়াসে গিলছে গোগ্রাসে :
কেমন সংসার জ্বলছে দীর্ঘদিন বাঁচার আশায়।

আমরা তিনটি বন্ধু, সামনে নগ্ন মৃত্তিকার মনে
শিরিষের স্নেহছায়ে চা-বাগিচা, উত্তরে দক্ষিণে
নিপুণ পিঁপড়ের মত ঘর বেঁধে সক্রমী মানুষ
স্বপ্ন দেখছে, ফন্দি আঁটছে, কিংবা ব্যস্ত নিদ্রায়, মৈথুনে

॥ ২

সেদিন বাতাসে বুঝি নেশা ছিল, আকাশে কাজল
ছিলনা মোটেই। দূরে মগ্নমন সাজানো বাগানে
সফেন শিউলি ফোটে পরিতৃপ্ত রাত্রির পাতায় ;
জাগর অভীপ্সা নিয়ে নেমে আসে পাহাড়ীয়া ঢল।

চেতনা নাইরে দুঃখ, বান্দা সিং রাত জাগে, হাঁকে,
মসৃণ কৃপাণে কাঁদে অন্ধকার, রক্তের পিপাসা ;
বলরাম পাঠকের তীক্ষ্ণতম যন্ত্রণার ফুল
দরবারী কানাড়ায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়ালো আমাকে।

আমরা তিনটি দুঃখ সহসা জ্যোৎস্নার কারাগারে
জানিনা কেমন করে ছেনি দিয়ে নাম কুঁদে রাখি,
টিলায় টিলায় জ্বলে জোনাকির মত টিমে আলো,
সমুদ্র হাতড়ে উঠবে চোখ মুছে রাত্রির ওপারে।

নগ্নতায় ডুবে গেছে লজ্জাহীন শরীরী কামনা
কল্যাণীয়া, তোমাকে তো পাশে রেখে ঘুমানো যাবেনা,
তুমি যাও ঘরে ফিরে। রজনীগন্ধার পরমায়ু
সারাটা রাত্তির ধরে খেলা করবে, কখনো কাঁদবেনা।

॥ ৩ ॥

চল ঘরে ফিরে যাই, চারিদিকে আবদ্ধ দেয়াল :
প্রলুব্ধ হবনা আমি, প্রশান্ত, আমাকে তুমি বল
আকাশের প্রেক্ষাপটে অভিনয়ে, অথবা সংলাপে
আমি কেন মুগ্ধ হই ? শুধুমাত্র এই খণ্ড কাল

আমাকে তোমাকে আর দূরতম দ্বীপের শৈবালে
চেনেনা। সে চেনে শুধু বেদনার গাঢ় ভালোবাসা ;
আচ্ছন্ন চেতনা বন্ধু, তবু দীপ্ত নরকে যাবনা—
পিপাসার জল মেলে! তা মিলুক। হীরা গলে গলে

বুকের অনেক দুঃখ ধুয়ে দেবে। চল ঘরে ফিরি,
দেখছনা বিমূঢ় রাত্রি চেয়ে আছে সবিতার মত,
আসন্ন দিনের ফর্দ্দ তৈরী করে চোখ বুজি ঘুমে ;
ক্লান্তির হরিৎ পান্না মুক্ত হোক, হোক অশরীরী।

আমরা তিনটি বন্ধু। তৃতীয়ের রতি ও আরতি
এখনো অভুক্ত। ছায়া ঘোরে ফিরে শিরায় শিরায়,
মশানের মত জ্বলে। পাহাড়ীয়া পল্লীর আগুনে
তৃতীয়ের নেত্রে পোড়ে শহরের কোন বিম্ববতী!

॥ ৪ ॥

বান্দা সিং ঘণ্টা দেয়—ঢঙ্ ঢঙ্ বলিষ্ঠ কব্জিতে,
কব্জিতে অস্ত্রের চিহ্ন। চায়ের পাতার মিঠে বাস
পথে পথে। লখুয়ার বিনিদ্র রজনী হাহাকার,
আর আমরা তিন বন্ধু ঘরে ফিরি গভীর নিশীথে।

দূরে পাহাড়ীয়া ঢল, পাহাড়ীয়া পল্লীতে পল্লীতে
অঝোরে বেদনা কাঁদছে অট্টহাসে হাঁড়ীয়ার সাথে—
উলঙ্গ মানুষী-নৃত্যে। সহবাসে অবৈধ সঙ্গিনী?
আজ কোন ছেদ নেই, অভিন্নাত্মা পুরুষে নারীতে।

আকাশে আগুন জ্বলছে, আমরা ঝলসে যাচ্ছি আলোকে
আশ্রয়ে কবাট রুদ্ধ, মৃদুধ্বনি কাঠের। কাঁদছে
কে যেন—হয়ত কোন অতীন্দ্রিয় মনের কবরে
কোন মৃত অভীপ্সার অট্টহাসি, আলোকের শোকে।

কোজাগরী ভালোবাসা; আমি ভালোবাসব না আর;
দাঁড়াবনা আকাশের প্রজ্বলিত নগ্ন আঙ্গিনায়;
এত স্পষ্ট দুঃখ হয়, আসন্ন চেতনা হাহাকারে—
চল ঘরে ফিরে যাই, ঢের ভালো অন্ধকার ঘর।

৪১. বাতাসঃ ২৩. ২. ৬২

হাওয়ারা ভীষণ ভিড় করে।

খুলে দাও, সার্শি খুলে দাও।
বাইরে ও কতোনা কাঁদছে। কত কাঁদছে ইনিয়ে বিনিয়ে,
এপাশে আমার কানে হাওয়া নেই,
বাইরে আছাড় খাচ্ছে, কাঁদছে তীক্ষ্ণ বিদীর্ণ আকাশ।

খুলে দাও, সার্শি খুলে দাও।
ও আমার মুখে পড়ুক, বুকে পড়ুক
ছড়িয়ে পড়ুক।
আমি যাই, ভেসে যাই,
হাওয়ার শরীরে আমি অশরীরী চতুর প্রণয়ী,
বুকে বুক রাখি।
চিত্রিত সবুজ দৃশ্যে কত রং বোলোনা, বোলোনা
আকাশ আমার কাছে দেহে-মনে একাকার হোক,

হাওয়ারা প্রণয়ী হোক, অমর, অমল।

৪২. সমুদ্রঃ ২৩. ২. ৬২

বেলা বয়ে গেছে, স্নান সেরে আসি, চলো,
এখনো অনেক কাজ পড়ে আছে, কাজ।
অনীহায় কাঁপে, সময়ের স্মৃতি। জলও
নেমে নেমে যায় ভাঁটায়। বালির সাজ
শুধু পড়ে থাকে। নীলিম আকাশ-ছায়া,
কে বলে শূন্য ? অভিজ্ঞানে কি কারো
দৃশ্য বিলীন। সূর্য-ছোঁয়ায় মায়া ?
নীল—শুধু নীল কামনায় থরো থরো।

না-না, পড়ে থাকি। পড়ে থাকি বেলা তটে
আমাকে ভোলাও, নুড়ি খুঁজে খুঁজে ফিরি,
আমাকে ভোলাও, শেষ পশ্চাৎপটে
কে কুড়ায় প্রেম ? ঝুলিয়া দোলায় ফেরী।

জল—শুধু জল, জলে ডুবি বেলা শেষে
প্রেম দিয়ে দিয়ে, ঢেউ দিয়ে দিয়ে, নীল-
বেলা বয়ে গেছে, কি দেখ নির্নিমেষে ?
প্রেম ওড়ে, প্রেম—ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে চি

৪৩. সন্ধ্যা, এখনো আলো ঃ ২৪. ২. ৬২

কে প্রেম ছড়ালে বলো।
তুমি তোমার ভুলের বোঝা, পাপের ফসল—
তুমিই তোমার চার আঙ্গিনায় ছড়ানো ঘর।

বেড়াতে বাইরে যাবে, কিন্তু তুমি চোখেতো দেখোনা
মনি দুটো উজ্জলতা হারিয়েছে।
তারার মতন দীপ্ত, প্রজ্জলিত হয় না কখনো।
ও আমার সঙ্গে থাকে, আলো, প্রেম কিছুই দেখে না।

কে প্রেম ছড়ালে বলো, তুমি প্রেম বুনেছ ভুবনে
বিষবৃক্ষে নর্তকীরা—না-না শুধু নর্তকীরা নয়
আমি-তুমি-চক্ষুষ্মান—দলে দলে ফল তুলে আনি,
ছড়াই চতুর্দিকে, হৃদয়ে, উঠানে।

৪৪. উপহারঃ ২৪. ২. ৬২

তোমার কাছে চেয়েছিলেম একটি স্মৃতি
চতুর্দিকে স্মৃতি জ্বলছে, ছবি জ্বলছে,
পালে আগুন—তোমার পায়ের কাছে।
কে তোমার আনন্দ, বাসনা ?
কেউ নয়, ইচ্ছার হাতে প্রান্তরের সবুজ রেখারা
অস্পষ্ট। তোমার চোখে আমি
প্রতিভাত নই।
দেয়ালে দেয়ালে শুধু মুখ ভাসে,
কথা বলে, হাসে কাঁদে, ঘর বাঁধতে চায়
জীবনের সাথে। ওরা হাওয়া, শুধু দক্ষিণের হাওয়া

নদী, তোমার পায়ের কাছে,
তোমার কাছে চেয়েছিলেম একটি স্মৃতি।

প্রেম নিয়ে জুয়া খেলছে চতুর্দিকে জুয়ারী সংসার।

৪৫. নিঃসঙ্গ রাত্রির চোখেঃ ২৫. ২. ৬২

হাওয়ার নির্জন হাতে
আলো নিবে গেছে।
ঘর, অন্ধকার ঘব—সময়ের বুকে ডুবে গেছি,
জানি না কখন ফের আলো ফুটবে, পাখি ডাকবে,
কথা কইবে প্রাণী
জানি না কখন ফের দেখতে পাব সন্ধ্যা, রাত, মধ্যাহ্নের আলো

ঘুম কে কেড়েছে ? আমি পুড়ে যাচ্ছি নিঃসঙ্গ আঁধারে।
প্রেম—সব খণ্ড খণ্ড নায়িকার করুণ চিৎকার।
ওরা কাঁদছে
আর্তনাদে অন্ধকাব চমকে উঠছে, জ্বলছে জোনাকি।

প্রেম, ফুল, নায়িকারা, অন্ধকার রাতের জোনাকি—
কেউ প্রিয়, কেউ প্রিয়তর।
শুধু একা, নিদ্রালীন চোখের বাহিরে,
ভগ্নাংশ—ভগ্নাংশ ভাসে আত্মদহনের।
প্রেম-ফুল নায়িকারা—
একে একে নিবে যাচ্ছে হাওয়ার নির্জনে।
আমি একা, অন্ধকার জীর্ণ ক্যানভাসে।

৪৬. স্মৃতিঃ ১৬. ৩. ৬২

বুনব না, বুনব না আমি উর্ণনাভ প্রত্যয়ী লালসা
আমি স্মৃতি বুনবনা দেয়ালে, দেয়ালে গভীরতর ক্ষত, সব সময়ের ক্ষত।
তার চেয়ে দেখা হবে হেদুয়ার মোড়ে, কোন সস্তা চায়ের রেস্তোঁরায়।
দাঁড়িয়ে খবর নেব, বন্ধুদের অদর্শন—প্রিয়তম মানুষের কুশল—করুণা
সেই ভালো, তারপর ঘরে ফিরে বেসিনের জলে
ধুয়ে ফেলব সন্ধ্যাবেলা, চেনামুখ, হেদুয়ার মোড়।

৪৭. অনুভবঃ ১৬. ৩. ৬২

অনেকদিনের পুরোনো সেই হাওয়া, দীপ্র হাওয়ার ক্লান্ত পদধ্বনি
নাইবা নোঙর করলে অথৈ জলে। সময়, কিছু সময় বয়েই গেছে,
সজনে পাতার সোনালী রোদ্দুর, কে তুমি ওই মমতাময় হাতের ছোঁয়া চেয়ে
বধির হয়ে ককিয়ে ওঠ, রক্তে আমার বুকের বাঁদিক চিলিক দিয়ে কাঁদে।
কে তুমি ওই অথৈ জলে নোঙর কর, আমার চোখে, শিরায় শিরায়, হাতে
অসহ্য এক শক্তি কাঁপে থর থর গভীরতায় সজনে পাতার মত।

অনেকদিনের হাওয়া, তুমি-আমি, আমার সমস্ত মুখ—সারা হৃদয় জুড়ে
ককিয়ে ওঠে বিষম দাহ, অজস্র মুখ, বিষণ্ণতার প্রদীপ—নেভা প্রদীপ

৪৮. চেতনা : ২০. ৩. ৬২

এখানে আমরা সব ডানাভাঙা বসন্তের পাখি।
এখানে আমরা, খুঁজে খুঁজে ফিরি মহাশূন্য অলীক আকাশে
গভীর নিলীম রং, বহমান সাগরের সু-শুভ্র ফেনায়,
সময়, অভিজ্ঞতা, মানুষের সভ্যতার সটীক দর্শন।
আমরা কেউ ক্লান্ত নই, কিংবা ক্লান্ত অন্ধকার তৃণে
দুজন মানুষ, ওরা,—ধমনীতে বহে চলে আদিম শোনিত,
না, ওরা গল্পও নয়, ঘটনার বহমান নায়ক নায়িকা,
তাই ওরা ক্লান্ত। আর আমরা কেউ ক্লান্ত নই, বেদনার্ত নই,
যেহেতু এখানে আমরা সকলেই পার্শ্ববর্তী চরিত্রের মুখ ;
এখানে আমরা সব ডানাভাঙা বসন্তের পাখি।

৪৯. অন্ধকার : ২০. ৩. ৬২

নিয়ত কে পোড়ায় আমাকে, আমার কপালে কারো লেখা

জ্বলে জ্বলে হীরে হয়, কারো লেখা ছাই, কারো গান

স্বপ্নীল কবিতা হয়, কারো গান চেতনার মায়াবী যন্ত্রণা।

সব মেটে জলে নামলে, চেতনার দাহগুলো দীর্ঘদিন

দুরারোগ্য থাকে।

৫০. অমরতা : ২০. ৩. ৬২

নগ্নকে তুমি না আমি? হাওয়া হাসে চতুর্দ্দিকে

রুদ্ধ কাচে, বাইরের দেয়ালে।

ঘরে বিদ্ধ সময়ের শ্রান্ত এক প্রতিবিম্ব,

ধূসরতা অয়েল পেন্টিং-এ ভাসে, ভাসে

কিছু কাগজের নৌকা—ভাসবেনা বৃষ্টির জলে হয়ত কখনো।

অন্দরে মৃত্যুর কাছে বাইরে হাওয়ার দৈত্য খুঁজেও পাবে না

একটু স্মৃতির সূত্র। কোন ক্ষীণ প্রতিশ্রুতি, চেহারার মিল।

যদি পেত তবে ঠিক ঘরের ধূসর ছাত নীল হত—

আকালের নীল।

নদীর উন্মুক্ত বুক পড়ে আছে, সুচিহ্নিত অবাধ শৃঙ্গারে

একটি নদীর নাম মরে গেছে, নিভে গেছে একটি দীপের নীল আলো,

সে প্রেমিক ঘর ছাড়া, অর্থবহ সে বিপনি কবে উঠে গেছে,

শুধু ওঠে—ঝড় ওঠে নদীব উন্মুক্ত বুকে, কাগজের নৌকা নেই

কোথাও, কোথাও

কাশের পিঙল বনে ফুটে থাকে সময়ের নির্মম ইসাবা।

নগ্নকে তুমি না আমি? হাওয়া হাসে চতুর্দিকে

রুদ্ধকাচে বাইরের দেয়ালে।

৫১. হরিণ, হায়েনা : ২১. ৪. ৬২

নিভিয়ে দাও আলো, আমার চোখে, আমার পর্দ্দা ঘেরা

ঘরের অন্তরালে,

নিভিয়ে দাও সূর্যটাকে, তারা জ্বলুক, সমস্ত রাত ভোর

তারা জ্বলুক, অন্তবিহীন দুঃসময়ে আকাশ জুড়ে। আকাশ

অরণ্যে কই নীরবতা? আলো, আমার বিভৎরূপ, রস,—

অক্টোপাসের লালায়, আহা! পাতাবাহার হয়ে

ফুটে উঠুক নির্জনতায়, আমার ঘরের ছায়ার অন্তরালে।
শরীর, আমার ভালোবাসার, ভালোলাগার পাখা
পুড়িয়ে দে, পুড়িয়ে দে আলো মেখে, নিবুক তবু বাতি,
নিমের ডালে থোকায় থোকায়, হীরের মত—হীরে,
জোনাই-জ্বলা রাতের অন্ধকারে।
ফিরিয়ে দে গভীর আঁধার, চোখ-না-ফোটা চোখের
নিভিয়ে দে স্বর্গটাকে, পদার্পণে দেখিনি যার মুখ।
তারা জ্বলুক, তারা···
পুড়িয়ে দে পাখা আমার নিবুক তবু বাতি।

৫২. ম্যাজিকঃ ২১. ৪. ৬২

সমুদ্র—ছায়ার মত কে ছবি রচনা কর বিনিদ্র চিত্রল,
অকপট দয়িতারা, ছন্নছাড়া তৃতীয় রজনী
যে গৃহে ফেরেনি—তার ছক কাটা রম্য কক্ষতল
এঁকোনা এঁকোনা শিল্পী। পাখি কেনো, চকখড়ি কেনো
সহজে সবাই ভুলবে, বলে দাও ভবিষ্যৎ অবাধ বিপনি।

তোমার চোখের ব্যঙ্গ ওরা বুঝতে চাইবে না কখনো।
মুখের কথাই ব্রহ্ম, যেহেতু তোমার হাতে ধরা গঙ্গাজল—
এনেছ নতুন কথা, অদৃশ্য আশার করতালি
বধির সময়, রৌদ্র, মানুষ, বিপনি—
সবাই শুনেছে কানে। ক্যানভাসে ছোঁয়াও তবে কালি
চিত্রল ছবির কান্না ছিঁড়ে থাক প্রাণান্ত চীৎকার।

সমুদ্র, সময়, হাওয়া,—শিল্পী, তোর তৃতীয় রজনী
নির্ভুল ছকের পাকে মরেছে নির্ভুল।

৫৩. আনন্দে রচিত কবিতাঃ ২৩. ৪. ৬২

নির্মম আনন্দ—
তোর কাছে কিচ্ছু চাইনা সৈরিণী,
যেহেতু আমার দেহে বহমান লোহিত কণিকা
ঘুমাবেনা সারারাত।
আমার দেহের রক্ত নির্জনে বহতা নদী নয়,
প্রদীপ্ত অশোকপুঞ্জ বৃক্ষশাখে বিদীর্ণ বৈশাখে।
ক্বচিৎ বেতসকুঞ্জ চমকে ওঠে ডাহুকীর মুমূর্ষু চীৎকারে—
তুই তার কণামাত্র দিস্।
মেহেন্দী অঙ্গুলি চিরে সিঁথে তোর প্রণয়ী সাজুক,
জীর্ণরক্ত কি বিলাসে চমকে দিয়ে পালাস ডাহুকী?
আমি জীর্ণ নই। শোন, তোর সাথে রক্ত নিয়ে খেলা—
শিবায়, শিরায় মায়া, পলাতক মৃত্যু দেখ
চমকে-ওঠা বেতসের নখরে বিদ্ধত।
ঘুম নেই। ঘুম নেই। শরীরে সহস্র প্রাণ—লীলায়িত প্রাণ।
তরঙ্গ অঝোরে ভাঙছে,
আমি তোর রক্তে ভেলা ভাসাব জননী!

৫৪. জলছবিঃ ২৪. ৪. ৬২

টুয়াহ—টুয়াহ—টুই, অলস রোদ্দুরে পেতে কান
গান শুনছে সারা মাঠ। দিগন্তে পাখিটা ছুঁয়ে ভুঁই
উড়ছে, উড়ছে—আর, ধান ভানতে শিবের গাজন
শোনাচ্ছে মোড়ল গিন্নি। সুপুরির কষে জীর্ণ গাল—
লালায় মসৃণ, আর
বিধবা সোমত্ত ওই ফটিকের ভাইঝির পুরন্ত যৌবন
গান শুনছে সারামাঠ।

টুয়াহ—টুয়াহ টুই। পাখি ডাকছে অলস কার্নিশে।
চোখদুটো উপড়ে নিল রক্তমেঘ কৃষ্ণচূড়াটায়
আমি এখন অন্ধ হয়ে কাকে দেখব !
আমি এখন অন্ধ, তোমার বাদামী গাল ভুরু,
কৃষ্ণ সজল চোখের অহঙ্কার।
কেড়ে নিল একান্তে ওই কৃষ্ণচূড়া, উপড়ে নিল মণি,
আমি এখন অন্ধ,
আমায় টেনোনা ওই সিঁড়ির অন্ধকারে!

৫৫. পোস্টারে নটীর মুখঃ ২৭. ৬. ৬২

অ্যাশফল্টে তোমার ছায়া,
মসৃণ তোমার মুখ নির্জন রজনীঘন একক শহরে—
অ্যাশফল্টে তোমার মুখ নাচবে সারারাত।
ভেল্কী, মিথ্যার মত, কিংবা নির্ভেজাল সত্য
—সমস্ত, শাওনঘন দূরায়ত নির্মম একাকী।
কেউনা, তোমার মত কেউনা। কখনো দেখিনি
শরীরে কি রক্ত, রং কিংবা যাদু, কিবা
অপরূপ রূপ ! বৃষ্টি, নেভা চাঁদ, নিয়নের আলো,
অথবা সমস্তরাত ব্ল্যাক আউট—ছেঁড়া তার, আলো জ্বলবেনা
নীরব পাথর, কেউ নেই
কোন পাগলের প্রেম, ভিক্ষুনী নারীর বুকে যুগ্ম ক্ষুধা, আর

অ্যাসফল্টে তোমার ছায়া হাসছে, কাঁদছে, সারারাত ধরে

৫৬. শ্রাবণে উৎসর্গ : ১২. ৮. ৬২

(সোনা, হেনা ও হীরাকে)

ধূপদানে, ক্যাকটাসে, ফুলে—সূর্যমুখী রজনীগন্ধায়,
অবিশ্রান্ত ধারাপাতে—কোনখানে উপস্থিত নও ?
নিশিথ রজনী ভেজা, ঘর ছেড়ে পথ হয়ত ভালো,
অর্থাৎ ঘরের স্মৃতি পথে—অগণিত মুখে চোখে,
অগণিত হৃদয়ের তাপে বাষ্পে পরিশ্রুত, মৃত।
নক্ষত্র শোভিত ওই রূপবতী ললাটে চিবুকে,
তমসা-হায়না হাসে, পৃথিবীতে আমরা কজনা—
মনে হচ্ছে সর্ব্বজীবে দয়া—ধর্ম্ম, আমরাই পৃথিবী
আমরাই শিখেছি বাঁচতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ একমাত্র জীব
যেওনা, যেওনা থমকে দেয়ালের গায়ে ছায়া হীন
বিগত পৃথিবী কাঁপছে, ওই দূর আকাশের মন—
আমি একা—হে বিলাস—কর্পূরের শরীর হৃদয়
অগণিত নক্ষত্রেরা মানুষের নামে নামে স্মৃতি—
অটুট শৈবাল তাকে কেউ বাহুমূলে কেউ কানে
যেখানে স্বচ্ছন্দে খুশি রাখ ঠিক দুলবে বাতাসে ;
ধূপদানে ক্যাকটাসে ফুলে—সূর্যমুখী, রজনীগন্ধায়
অবিশ্রান্ত ধারাপাতে— কোনখানে উপস্থিত নও ?

৫৭. তোমারই প্রতিমা : ১৩. ৮. ৬২

ঝর্ণা তলায় পেতে দেব তোমার আসন,
ঝর্ণা তলায়, আমরা কজন, হাসি-হাসি অজস্র স্রোত
পাথর কুচি, অলোয় আলো-ছায়ার মুঠি
আবর্জনার উপান্তে এক শূণ্য, মহা—
শূণ্যে তোমার আসন পাতা অজস্র স্রোত।

কে শেফালি, কে পারিজাত, হারিয়ে গেছে
নানা রঙিণ ফুলের ভিড়ে হারিয়ে গেছে।
তোমার আসন তলে, তোমার কণ্ঠে, হাওয়ায়
হাস্নুহেনার জীর্ণ পরাগ, ঝর্ণা তলার স্রোতে, পাগল স্রোতে
হে প্রেয়সী, মুখে তোমার চিহ্ন আঁকা—
ভালোবাসার দাবি জানায় অনেক যুবক।
আমরা কজন ঝর্ণা তলার উপল কুঁদে
হে প্রেয়সী, পাতব তোমার শূণ্যে আসন।

৫৮. ট্রামে যেতে যেতেঃ ১৩. ৮. ৬২

চারিদিকে জনস্রোত, তবু আমি একা এ সময়ে,
এ সময়ে ভাবনার গাঢ় অবকাশ, টিং টিং ঘণ্টার আওয়াজ-
আশা, না আশায় মিলে পথ অতিক্রমনের পর
নির্বিবাদে পৌঁছে যাব কর্মক্ষেত্রে কিংবা কুলায়ে।
ট্রামে যেতে যেতে দৃশ্য, দৃশ্যান্তরে জাগরণে ঘুমে,
কর্কশ মসৃণে মিশে এ সময় একান্ত আমারি।
ব্যয় অপব্যয় মুক্ত এ সময় সঙ্গিনী জননী
কারো চিন্তা দিয়ে ভরা। জানালার বাইরে—দেয়ালে
মেরিলিন মনরোর হাসি, ভুলে যেতে পারি, ভুলে যাই
মৃত্যুর পরেও প্রাণ। সকলেই অবিশ্বাসী নয়।
অন্ততঃ আমি তো নই। পার্শ্ববর্তী বৃদ্ধের মুঠোয়
পুত্র-প্রপৌত্রের জন্য খেলবার পিস্তল ধরা আছে।
ভুলে যাই আমি মৃত—মৃত কিংবা জীবিত জানিনা
ময়দানের ঘাসে জল শিশিরের মত, হয়ত ভোরে
কিছুক্ষণ বৃষ্টি গেছে।
চারিদিকে জনস্রোত তবু আমি একা এ সময়ে
মুহূর্তের আধিপত্য ভাঙছি গড়ছি যা খুশি যেখানে।